গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ সভা
সভার কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ৩০/০৬/২০২১ খ্রিঃ
সময় ঃ ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ৩০/০৬//২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে এ বিভাগের নৈতিকতার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় সচিব মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। নৈতিকতা কমিটির সদস্যগণসহ এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে জনাব উম্মে কুলসুম, নৈতিকতা কমিটির বিগত ত্রৈমাসিকে গৃহিত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরেন। অতঃপর এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় উল্লিখিত সকল লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিগত ০৯(নয়) মাসের অর্জন এবং এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

৩য় ত্রৈমাসিকের গৃহিত সিদ্ধান্তের বিপরীতে নিম্নরূপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	অগ্রগতি প্রতিবেদন	বাস্তবায়ন
১।	নিয়মিত প্রত্যেক শাখা পরিদর্শন করে সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী সিনিয়র সহকারী সচিবগণ প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	বিভিন্ন শাখা হতে ইতোমধ্যে পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন বিষয়ে রির্পোট প্রদান করা হয়েছে। উক্তরূপ পরিদর্শন অব্যাহত থাকবে, যার মাধ্যমে কাজে গতিশীলতা আসবে।	প্রত্যেক শাখা, অধিশাখা, অনুবিভাগ।
২।	সকল কর্মকর্তার যোগাযোগের তথ্য সংযোজনক্রমে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করতে হবে।	ইতোমধ্যে নতুনভাবে এ বিভাগে যোগদান করা কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য হালনাগাদ করা হয়েছে।	সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার-৫ ও ৮)
৩।	যথাযথভাবে সকল শাখার নথির শ্রেণীবিন্যাস ও বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা তৈরী করতে হবে।	ইতোমধ্যে সকল শাখায় সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী যথাযথভাবে নথির শ্রেণী বিন্যাসক্রমে বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। স্ব স্ব শাখার কর্মকর্তাগণ বিষয়টি পরিবীক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল করছে।	সকল সিনিয়র সহকারী সচিববৃন্দ
৪।	শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি যথাযথভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে উক্ত পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।	ইতোমধ্যে কমিটি যথাযথভাবে পর্যালোচনা অন্তে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য মনোনীত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নাম প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করেছে।	নৈতিকতা কমিটি
৫।	নৈতিকতা কমিটি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের বিষয়ে যথারীতি ভিডব্যাক প্রদান করবেন।	ইতোমধ্যে ০৩টি ত্রৈমাসিকের ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। ৪র্থ ত্রৈমাসিকের ফিডব্যাক যথাসময়ে প্রদান করা হবে।	নৈতিকতা কমিটি

সভায় উপস্থিত সকল কর্মকর্তাগণের অবগতি ও প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের জন্য এ বিভাগের কর্মপরিকল্পনার বিষয়ে শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ তুলে ধরেন ঃ

১। সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ইতোমধ্যে কুমিল্লা, নরসিংদী, যশোর ও বান্দরবান জেলায় অংশীজনদের অংশগ্রহণে সভা হয়েছে। উক্ত সভাসমূহে উল্লিখিত জেলার জেলা জজ, ডেপুটি কমিশনার ও তাঁর প্রতিনিধি, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার, জেলা লিগ্যাল এইড কর্মকর্তা, অন্যান্য বিচারকবৃন্দ, স্থানীয় আইনজীবী সংস্থার নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন দাতা সংস্থার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ, বিচারপ্রার্থী জনগণ, আইনগত সহায়তা প্রাপ্ত নাগরিকসহ আরও অনেক অংশীজনগণ অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত অংশীজন সভায় শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম ও আইনগত সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ উঠে আসে। যা বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে।

২। ইতোমধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মধ্যে বার-কাউন্সিলের সনদ পরীক্ষার বিধিমালা এবং সিভিল কোর্টস্ এ্যাক্ট সংশোধনী এবং আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন অন্যতম। এ বিভাগের সংশোধনযোগ্য অপর আইন/বিধিমালাসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এ বিভাগ হতে প্রস্তুতকৃত খসড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩। আইন ও বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে সেবা বক্সসমূহ হালনাগাদ রাখা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৪। এ বিভাগের সিটিজেন চার্টার যথারীতি হালনাগাদ রাখার বিষয়টিতে সংশ্লিষ্ট সকলের ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি নাগরিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর এবং জাতীয় আইনগত প্রদান সংস্থা তাদের সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ রাখতে হবে। যাতে সেবা গ্রহিতাগণ সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য, ফরমস্ ও যোগাযোগের লিংকসমূহ অবগত হতে পারেন।

৫। ইতোমধ্যে বিচারপ্রার্থী জনগণের জন্য এ বিভাগের উদ্যোগে তথ্য প্রদান সংক্রান্ত ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে, যা আশাব্যঞ্জক। এ বিভাগের শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম যথারীতি সম্পন্ন করতে হবে।

৬। কোভিড মহামারী সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থায় এ বিভাগের কর্মপরিবেশ উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহিত হয়েছে। ইতোমধ্যে স্ট্রেস ম্যানেজম্যান্ট সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯০জন বিচারককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, কর্মপরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা যায়, এ বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

সভাপতি এ প্রসঙ্গে বিদ্যমান করোনা মহামারীজনিত চ্যালেঞ্জের মধ্যেও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার বিভিন্ন কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাসময়ের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটিকে অনুরোধ জানান।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য দাপ্তরিক কর্মকান্ডের প্রত্যেক স্তরে প্রতিটি কর্মকর্তা/কর্মচারীকে তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত সেবামূখী প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। এ বিভাগের শুদ্ধাচার কর্মকৌশল সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের নৈতিকতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সবাই একযোগে কাজ করবে মর্মে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি। অতঃপর তিনি কোভিড মহামারীর এ দুঃসময়ে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্তব্য পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আলোচিত বিষয় হতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ঃ

১। নৈতিকতা কমিটি যথাসময়ে চূড়ান্ত রির্পোট প্রস্তুতক্রমে প্রমাণকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন।

২। দপ্তর সংস্থার কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করে তাদের প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন যথাসময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে।

৩। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য গঠিত কমিটির মনোনয়ন অনুযায়ী পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৫। নৈতিকতা কমিটি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদনের বিষয়ে যথারীতি ভিডব্যাক প্রদান করবেন।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

৩০/০৮/২০২৩

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ।